মাসিক কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT Movement in Bangladesh

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা — অধ্যাপক ডা: এ কে এম রফিক উদ্দিন
ডা: এস এম মোরতাজেরুল আমিন

সম্পাদক — গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক — মঈন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক — এম. এ. হক অনু
কারিগরি সম্পাদক — মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক — নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী — সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ — আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ড. এস মাহমুদ — ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান — জাপান
এস. ব্যানার্জী — ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা — সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ — এম. এ. হক অনু
ওয়েব মাস্টার — মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা — সমর মৃধা
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণ : রাইটিস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক — সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক — শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৭১১৫৪৯৬১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor — Golap Monir
Associate Editor — Main Uddin Mahmood
Assistant Editor — M. A. Haque Anu
Technical Editor — Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent — Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে থ্রিজি নেটওয়ার্ক এবং কমপিউটিংয়ে নতুন বিপ-ব

অনেক অপেক্ষার পর শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে সম্প্রতি চালু করা হলো তৃতীয় প্রজন্মের তথা থ্রিজি মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি। এটি মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ব্যবহারে নিঃসন্দেহে আমাদের একধাপ উত্তরণ। তবে অনেক দেশ এরই মধ্যে আমাদের চেয়ে আরো একধাপ এগিয়ে চলে গেছে তারও আগে। এসব দেশে ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে ফোরজি তথা চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি। এখন আমাদের জন্য অপেক্ষার পালা কখন আমাদের উত্তরণ ঘটবে চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কে। এখানে উলে-খ্য, এখন শুধু টেলিটকের গ্রাহকেরাই এ দেশে থ্রিজি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবেন। সরকারি মোবাইল ফোন কোম্পানি টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশে এই থ্রিজি সুবিধা প্রথমবারের মতো চালু করল। এই সূচনাপর্বে টেলিটকের থ্রিজি সুবিধার জন্য চালু হয়েছে 'থ্যাংকিউ ক্লাব'। এ ক্লাবের ব্যবহারকারীরা বর্তমানে থ্রিজি ব্যবহারের সুবিধা পাবেন। এখন শুধু ঢাকায় এ থ্রিজি সুবিধা শুরু হলেও দেশব্যাপী তা চালু করার কাজ চলছে। আগামী ডিসেম্বরের শেষ দিকে চট্টগ্রাম নগর, কক্সবাজার ও সিলেটের গ্রাহকেরা এই থ্রিজি মোবাইল প্রযুক্তিসেবা পেতে যাচ্ছেন। এর আগেই এ সেবা পাওয়ার সুযোগ পাবেন টঙ্গী, গাজীপুর, সাভার ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার গ্রাহকেরা।

থ্রিজি হচ্ছে উচ্চগতির মোবাইল ইন্টারনেটের এক প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে কথা বলার পাশাপাশি ব্যবহারকারীরা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকেই উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা পাবেন। মোবাইল ফোনেও করা যাবে ভিডিও সম্মেলন। ব্যবহার করা যাবে জিপিএস সিস্টেম। নতুন এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মোবাইল ফোনে অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে। এখন মোবাইল ফোনে ভয়েস কল, এসএমএস, এমএমএস, ওয়াপ, ভিডিও কল, লাইভ টিভি, ভিওআইপি ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যাবে। এই নেটওয়ার্কের গতি ২১ এমবিপিএস পর্যন্ত। প্রাথমিকভাবে এ দেশে শুধু কথা বলার খরচ নিয়েই থ্রিজিতে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে। থ্রিজির সব সেবাতেই থাকছে ১০ সেকেন্ড পালস সুবিধা। এ ছাড়া প্রাথমিকভাবে মোবাইল ফোনে বাংলাদেশ টেলিভিশন, সময় টিভি, গাজী টিভি, আরটিভি ও মাইটিভি দেখা যাবে। এ টিভিগুলো ছাড়াও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব টিভি চ্যানেল দেখা যাবে। বর্তমানে টেলিটকের যেকোনো গ্রাহক শুধু সিম কিনে এসব সুবিধা পাবেন।

চালু তো হলো। তবে এখন তাগিদ হচ্ছে শুধু ঢাকা, চট্টগ্রাম কিংবা কক্সবাজারে তা চালু করেই যদি ঢাকঢোল পিটিয়ে বলা হয়– আমরা দেশে থ্রিজি নেটওয়ার্ক করেছি, তবে সারা দেশের মানুষের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তাই দ্রুতগতিতে এই সেবা সারা দেশের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ছাড়া শুধু চালু করাই যথেষ্ট নয়, এই প্রযুক্তি ব্যবহারের খরচও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার পাশাপাশি নেটওয়ার্ক পাওয়ার বিষয়টিও নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হবে। নইলে জাতির জন্য এই নেটওয়ার্ক সত্যিকারের কোনো সুফল বয়ে আনবে না। তাই আগে থেকেই বলে রাখতে চাই, থ্রিজি নেটওয়ার্ক চালুর পর দফায় দফায় এর দাম বাড়িয়ে যেনো জনগণের নাগালের বাইরে নিয়ে না যাওয়া হয়। সর্বোপরি মাথায় রাখতে হবে, আমাদেরকে থ্রিজি নিয়েই পড়ে থাকলে চলবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে ফোরজি প্রযুক্তিতে উত্তরণ ঘটাতে হবে, যা অন্য অনেক দেশ ইতোমধ্যেই হাতের মুঠোয় পেয়েছে।

ফোরজি শেষ কথা নয়। প্রযুক্তির পাগলা ঘোড়া দ্রুত ধাবমান। সময়ের রথে চড়ে আসবে আরো নতুন নতুন বিস্ময়কর নানা প্রযুক্তি। সেসব সেবা ধরার জন্য আমাদের নিজেদেরকে তৈরি হওয়ার কথা ভাবতে হবে। কিন্তু ভাবনায়-চিন্তায় আমাদের পিছিয়ে থাকাটা যেনো বরাবরের। যেখানে অন্যান্য দেশ এরই মধ্যে তাদের উত্তরণ ঘটিয়েছে হাইব্রিড প্রযুক্তির জগতে, ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ঠেলে পাঠিয়েছে খরচের খাতায়, সেখানে আমরা চিৎকার করছি ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার। এই পুরনো ভাবনা ছেড়ে আমাদের ভাবতে হবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ডিঙিয়ে হাইব্রিড প্রযুক্তির জগতে উত্তরণের। আর সে পথ বেয়ে গড়তে হবে হাইব্রিড বাংলাদেশ (দেখুন 'হাইব্রিড টেকনোলজি তথা সঙ্কর প্রযুক্তি' শীর্ষক আমাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, কমপিউটার জগৎ, নভেম্বর, ২০১১ সংখ্যা)। এই হাইব্রিড প্রযুক্তির বিষয়টি আমাদের নীতিনির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদদের মাথায় তো রাখতেই হবে, সেই সাথে মনে রাখতে হবে প্রযুক্তিবিশ্ব এখন দাঁড়িয়ে নতুন এক বিপ-বের দোরগোড়ায়। সে বিপ-ব ঘটতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম কমপিউটিংয়ের পথ ধরে। এবার পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন দুই পদার্থবিজ্ঞানী কোয়ান্টাম অপটিকস তথা আলোকবিদ্যায় তাদের অসাধারণ গবেষণা সাফল্যের জন্য (দেখুন এ নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন)। এই দুই বিজ্ঞানী আলাদা আলাদা গবেষণা করে দেখিয়েছেন, কিভাবে আলোর কণাকে এর একেবারে মৌলিক অবস্থানে রেখে এর কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল গুণাগুণ বদল না করে তা পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যা এর আগে সম্ভব ছিল না। এই দুই বিজ্ঞানীর উদ্ভাবিত উপায় অবিষ্কারের ফলে এখন এমন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কোয়ান্টাম কমপিউটার তৈরি করা সম্ভব হবে, যা এতদিন ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে। বলা হচ্ছে, তাদের এই আবিষ্কার জন্ম দেবে নয়া এক কমপিউটিং বিপ-বের। তাই বলব, আমাদের হতে হবে সে বিপ-বের সাথী। বিষয়টি আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে সচেতনতার সাথে। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো প্রযুক্তির মহাসড়কে সবার সাথে পাশাপাশি চলার জন্য প্রযুক্তি খাতে যে গবেষণাকর্ম দরকার, সেখানে আমরা পুরোপুরি অনুপস্থিত। আমরা অনেক প্রযুক্তি আর প্রযুক্তিপণ্য কিনে ব্যবহার করেই নিজেদের সফল বলে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি। এই ভুল ভাবনা-দর্শন থেকেও আমাদের বেরিয়ে আসা অপরিহার্য। এ তাগিদ আমরা বারবার রেখেছি। কিন্তু সবই যেনো অরণ্যে রোদন।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ